পলিসি ব্রিফ
#১৪০/২০২৩
নভেম্বর ২০২৩

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনে সুশাসন : বাস্তবতা ও সুপারিশ

দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন বেগবান করা ও দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বহুমুখী গবেষণা, জনসম্পৃক্ততা ও অধিপরামর্শ কর্মসূচির অংশ হিসেবে টিআইবি সমাজের প্রান্তিক, পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত সরকারি কার্যক্রম ও পরিসেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণনির্ভর অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ টিআইবি "ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনে সুশাসন" শীর্ষক একটি পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[১]

এ পর্যালোচনা প্রতিবেদনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভিডব্লিউবি কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনের বিভিন্ন শর্তাবলি-সংক্রান্ত পরিপত্রের সীমাবদ্ধতা ও মাঠপর্যায়ে প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করা এবং টিআইবির অংশীজন কর্তৃক পরিচালিত উপকারভোগীর তালিকা যাচাই-বাছাই কার্যক্রমের ফলাফলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য নীতিনির্ধারণী ও দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রস্তাব করা। উল্লেখ্য দুঃস্থ নারীদের উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচনে অন্তর্ভুক্তি ও বর্জন সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি কতটুকু অনুসরণ করা হচ্ছে এ নিয়ে মাঠপর্যায়ে সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে টিআইবি সর্বপ্রথম ২০১৫ সালে নির্বাচিত উপকারভোগীদের তালিকা যাচাই বাছাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে। যার উদ্দেশ্য উপকারভোগী নির্বাচনে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় পরিচালিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এর সহায়তায় ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) সদস্যগণ তিন চক্রে (২০১৯-২০২০, ২০২১-২০২২, ২০২২-২০২৩) সর্বমোট ৪৩টি জেলার ১০১টি উপজেলায় অন্তর্ভুক্ত ৯৪৮টি ইউনিয়নের তালিকা যাচাই বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন করে।

পর্যালোচনা প্রতিবেদনে দেখা যায়, ভিডব্লিউবির উপকারভোগী নির্বাচনে বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ ও অর্জন সত্ত্বেও এক্ষেত্রে নানাবিধ ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান। এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ে তৃতীয় পক্ষের যাচাই-বাছাই উপকারভোগী নির্বাচনের ত্রুটি সংশোধন এবং ত্রুটিযুক্ত উপকারভোগীর বিপরীতে প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচনের সুযোগ তৈরি করে। ইয়েস উদ্যোগে তিনটি চক্রে সর্বমোট ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৪ শত ৫৫ জন উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই করা হয় এবং সর্বমোট ১১ হাজার ৯ শত ৭৪ জন অনুপযুক্ত উপকারভোগী চিহ্নিত হয়, ফলে অনুপযুক্ত উপকারভোগীর স্থলে অপেক্ষমান তালিকার ৮ হাজার ৯ শত ৪ জন প্রকৃত উপকারভোগীকে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়, এবং তারা আনুমানিক ৬ হাজার ৪ শত ১০.৮৮ মেট্রিকটন চাল ভোগ করতে পেরেছেন। এ ছাড়া তারা বিভিন্ন প্রকার দক্ষতা উন্নয়ন, স্বাবলম্বী ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

প্রতিবেদনের আরও দেখা যায়, ভিডব্লিউবি কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের তালিকাভুক্তিতে ঘুষ, রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি, ভোট প্রাপ্তির আশা, ইত্যাদি অব্যাহত থাকায় প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচন ঝুঁকির সম্মুখীন। এ ছাড়া প্রচারণার ঘাটতির কারণে অনেক দুঃস্থ নারী কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে না পারায়, সকল দুঃস্থ নারী আবেদন না করার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অযোগ্য নারীর আবেদন করার ও অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। সমন্বিত তথ্যভান্ডারের অনুপস্থিতি, কার্যকর যাচাই বাছাই এবং সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে সৃষ্ট ত্রুটি ভিডব্লিউবি কর্মসূচি তথা সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা কঠিন হচ্ছে। অন্তর্ভুক্তির অগ্রাধিকার শর্তাবলিতে খানা বা পরিবারের বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির পরিমাণ এবং সর্বোচ্চ আয়ের পরিমাণ উল্লেখ না থাকায় তুলনামূলক স্বচ্ছল নারী উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। পর্যালোচনা প্রতিবেদনে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি এই পলিসি ব্রিফটির মাধ্যমে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছে।

সুপারিশমালা

পরিপত্র-সংক্রান্ত

ক্রমিক	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	পরিপত্রের সময়োপযোগী সংশোধন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। বিশেষকরে– ক. অন্তর্ভুক্তির অগ্রাধিকার শর্তাবলিতে খানা বা পরিবারের বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ ও পরিবারের সর্বোচ্চ মাসিক আয়ের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে এবং তা আবেদন ফরমেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

[১] পর্যালোচনা প্রতিবেদন সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট দলিলসমূহ (মূল প্রতিবেদন, বাংলা ও ইংরেজি সার-সংক্ষেপ, উপস্থাপনা) টিআইবির ওয়েবসাইটে https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/6761 লিংকে পাওয়া যাবে।

ক্রমিক	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	ক. ত্রুটিমুক্ত উপকারভোগী নির্বাচনে ওয়ার্ড কমিটিতে নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সম্পৃক্ত করতে হবে। গ. উপকারভোগীর নামের তালিকায় অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটিতে কারা নিয়োগ পাবে, তাদের যোগ্যতার শর্তাবলি, কর্ম-পরিধি, প্রক্রিয়া, প্রতিবেদন দাখিলের মেয়াদ এবং গৃহীতব্য ব্যবস্থাবলি পরিপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।	

সক্ষমতা-সংক্রান্ত

ক্রমিক	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.	কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়নে পরিপত্রের আলোকে সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও কমিটির সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন ও নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়।
৩.	সকল সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে সমন্বয়ের মাধ্যমে একক রেজিস্ট্রি এমআইএস (Single Registry MIS) পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা ও তা দ্রুত কার্যকর করতে হবে। একক তথ্যভান্ডার তথা এমআইএসে জাতীয় পরিচয়পত্র ভিত্তিক জমির মালিকানাসহ আর্থিক অবস্থা-সংক্রান্ত তথ্য সংযুক্ত ও হালনাগাদ করার ব্যবস্থা করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৪.	ইউনিয়ন ভিত্তিক জাতীয় পরিচয়পত্রসহ দুঃস্থ নারীদের তালিকা প্রণয়ন ও তা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং এর অনুপাতে ইউনিয়নভিত্তিক ভিডব্লিউবি উপকারভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, এবং ইউনিয়ন পরিষদ।
৫.	অনলাইন আবেদন-প্রক্রিয়াকে অধিকতর অভিগম্য ও সহজসাধ্য করতে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহকে দুঃস্থ নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, এবং ইউনিয়ন পরিষদ।

সচ্ছতা ও জবাবদিহি-সংক্রান্ত

ক্রমিক	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৬	আবেদন-প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, ইউনিয়ন পরিষদ।
৭.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস)-কে সহজ ও কার্যকর করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে- ▪ অভিযোগ প্রতিকার-ব্যবস্থা সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদেরকে অবহিত করতে হবে, এবং বিভিন্ন সমস্যার প্রেক্ষিতে নির্দ্বিধায় অভিযোগ জানাতে উৎসাহিত করতে হবে। ▪ সেবাগ্রহীতাদের জন্য যেকোনো সহজলভ্য পদ্ধতিতে (অভিযোগ বক্স, ইমেইল, ওয়েবসাইট, হটলাইন নম্বর ইত্যাদি) অভিযোগ জানানোর সুযোগ প্রদান করতে হবে। ▪ সেবাগ্রহীতাদের আস্থা অর্জনের জন্য অভিযোগের প্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিয়মিত (প্রতি মাসে) ওয়েবসাইটে/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়।

ক্রমিক	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৮.	ভিডব্লিউবি যাচাই বাছাইয়ে তৃতীয় পক্ষকে (নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি) সম্পৃক্ত করতে হবে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়।
৯.	পরিপত্র অনুসরণ করে উপকারভোগী নির্বাচন করতে হবে এবং যে সকল এলাকায় ত্রুটি পাওয়া যাবে সেই সকল এলাকায় শতভাগ সংশোধনের উত্তম চর্চা অনুসরণ করতে হবে।	
১০.	উপকারভোগীর চূড়ান্ত তালিকা ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।	জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, ইউনিয়ন পরিষদ।

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার-সংক্রান্ত

ক্রমিক	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১১.	অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের অবস্থান ও পরিচয় নির্বিশেষে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-কে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, এবং দুর্নীতি দমন কমিশন।
১২.	সকল পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রযোজ্য আচরণগত নীতিমালা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১৩.	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শুদ্ধাচার পুরস্কার, প্রণোদনা ও পদোন্নতি দেওয়াসহ বিভিন্নভাবে সুরক্ষা দেওয়া হতে বিরত থাকতে হবে।	

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০ । ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২

info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh